সংবাদ

তারিখ : 20 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সোনাইমুড়ীতে নিম্নমানের ব্যাকরণ বই কিনতে বাধ্য করছেন শিক্ষকরা

প্রতিনিধি, সোনাইমুড়ী (নোয়াখালী)

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী বাজারে চড়া মূল্যে নিম্নমানের অতিরিক্ত বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই কিনতে ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করছেন। এ বিষয়ে পৌর এলাকার নাওতলা গ্রামের অভিভাবক আবদুল মন্নান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগী সূত্রে প্রকাশ, সোনাইমুড়ী হাইস্কুল, সোনাইমুড়ী পাবলিক হাইস্কুল, নদনা হাই স্কুল, সোনাইমুড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কালিকাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নিম্নমানের বই কিনতে বাধ্য করছে। সরকার বছরের প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের হাতে ষষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামারসহ সব বই হাতে তুলে দিয়েছেন।

সোনাইমুড়ী উপজেলার কিছু শিক্ষক মোটা অঙ্কের আর্থিক লাভবান হয়ে সরকারি নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নিম্নমানের অতিরিক্ত বাংলা ব্যাকরণ রচনা শিক্ষা ও নির্মিত ইংরেজি ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন চড়া মূল্যে কিনতে বাধ্য করছে। বইগুলো প্রকাশনা করেন মাস্টার পাবলিকেশনস, বাংলাবাজার, ঢাকা। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও গ্রামার ৫৭০ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ৬২০ টাকা, অষ্টম শ্রেণী ৬৭০ টাকা, নবম শ্রেণী ১০৬০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বইগুলোর সঙ্গে একই প্রকাশনীর একটি করে গাইড বই অধিক মূল্যে কিনতে বাধ্য করছে শিক্ষকরা। উক্ত স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পৌর এলাকার হাইস্কুল রোডের শুভেচ্ছা লাইব্রেরি নামক একটি বই দোকানে পাঠাচ্ছে বইগুলো কিনতে। চড়া মূল্যে বইগুলো হতদরিদ্র শিক্ষার্থীরা কিনতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছে। কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকদের পছন্দের বই নিয়ে না গেলে অনেককেই ক্লাস থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। সোনাইমুড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফারুক জানান, সরকার যে বইগুলো দিয়েছেন তার সহায়ক হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের বই কিনবে, যদি কোন স্কুল তাদের মাস্টার পাবলিকেশনসের বই কিনতে বাধ্য করে থাকে তাহলে তা নিয়মবহির্ভূত। সোনাইমুড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবুল খায়ের জানান, বইগুলো আমাদের পাঠ্য নয়। যদি কোন স্কুল এ ধরনের করে থাকে তাহলে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।